প্রথম আলো

তারিখ 17 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৫

মেধাস্বত্ববিষয়ক কর্মশালায় মোস্তাফা জব্বার

এখনো সাহিত্যকর্ম হিসেবে সফটওয়্যার নিবন্ধিত হয়

'এখনো সাহিত্যকর্ম হিসেবেই কম্পিউটার সফটওয়্যারের মেধাস্বত্ব নিবন্ধন করাতে হচ্ছে, সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয় না। অথচ পশ্চিমা দেশগুলোতে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক মেধাস্বত্ব থেকে তারা প্রচুর আয় করছে।' তথ্যপ্রযুক্তি এবং তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক সেবাশিল্পে সৃজনশীল মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ বিষয়ে গতকাল শনিবার বিকেলে 'সফটওয়্যার পণ্য, অ্যাপ, গেম এবং সৃজনশীল সম্পদ সংরক্ষণ' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন আনন্দ কম্পিউটার্সের প্রধান নির্বাহী মোস্তাফা জব্বার। রাজধানীর কারওয়ান বাজারের বেসিস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালার আয়োজক ছিল বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস।

বাংলাদেশে সফটওয়্যার-শিল্পে মেধাস্বত্বের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার জোহরা বেগম। সবার সহযোগিতা চেয়ে তিনি বলেন, 'বর্তমানে মেধাস্বত্বের সবকিছুই কপিরাইট অফিসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।'

মেধাস্বত্বের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক না হলেও আইনি জটিলতায় মালিকানার সনদপত্র হিসেবে নিবন্ধন জরুরি। এতে নিজের এবং উত্তরাধিকারের মালিকানা নিশ্চিত করা হয়। কপিরাইট আইন অনুযায়ী সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে ৬০ বছর পর্যন্ত মালিকানা বহাল থাকে। আর প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অন্য কোনো কিছু উল্লেখ না থাকলে মেধাস্বত্বের মালিকানা নিয়োগকর্তার হাতে থাকবে।

জোহরা বেগম জানান, মেধাস্বত্ব লঙ্ঘনে কপিরাইট আইনের ৯৩ ধারা অনুযায়ী সাব-ইন্সপেক্টর কিংবা তার ওপরের পদমর্যাদার পুলিশ কর্মকর্তা কোনো ধরনের পরোয়ানা ছাড়াই নকল পণ্য জব্দ করতে পারবেন। তবে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা জানান, নকল সফটওয়্যার পণ্য পরীক্ষা করে দেখার মতো যথেষ্ট দক্ষতা পুলিশের নেই। এতে ফল হচ্ছে উল্টো। এ সময় মেধাস্বত্ব সংরক্ষণে বেসিসের সংঘ গড়ে তোলার দাবি জানানো হয়। তবে তাৎক্ষণিক সহযোগিতার জন্য' কপিরাইট অফিসের হেল্পলাইন, ই-মেইল কিংবা ফেসবুকে যোগাযোগের পরামর্শ দেন জোহরা বেগম।

বেসিসের পরিচালক এস এম আশ্রাফ আবীরের সঞ্চালনায় কর্মশালায় বক্তৃতা করেন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রার মো. সানোয়ার হোসেন এবং বেসিসের সভাপতি শামীম আহসান।

● মেহেদী হাসান